আজকের কাগজ

তারিখ ... 10 OCT 1995 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৩ ...

৫১

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যাপক প্রশাসনিক অনিয়ম সরকারের কোটি কোটি টাকা গচ্চা

বিপ্লব রহমান ঃ গত ১৮ বছর ধরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মচারিরা অবৈধ প্রশাসনিক সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করায় সরকারের কোটি কোটি টাকা গচ্চা যাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের প্রত্যক্ষ নির্দেশে ১৯৭৫ সালের অধ্যাদেশ লংঘন করে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে চলছে এই অনিয়ম, অব্যবস্থা ও দুর্নীতি। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারিদের বেতন-ভাতা, ইনক্রিমেন্ট ও নিয়োগ দানের ক্ষেত্রে চলছে এই অরাজকতা। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অডিট ও বাজেটের ক্ষেত্রেও চলছে ব্যাপক অনিয়ম-দুর্নীতি। সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল সূত্রে এসব তথ্য পাওয়া গেছে।

সূত্র জানায়, ১৯৭৫ সালের সরকারি অধ্যাদেশ নং ৩২ বলে সরকারের অনুমতি ছাড়া দেশের সরকারি, আধাসরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত কোনো প্রতিষ্ঠান বেতন-ভাতা ও নিয়োগের ক্ষেত্রে কোনো আইন পরিবর্তন করতে পারবে না। কিন্তু ১৯৭৭ সাল থেকে চলতি বছর পর্যন্ত একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এই নিয়ম-রীতি মানছে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সিন্ডিকেটের নির্দেশে চলছে শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারিদের অবৈধ বেতন-ভাতা বৃদ্ধি, পদোন্নতি, পদের নাম ও বেতন স্কেলের পরিবর্তন। সিন্ডিকেট সরাসরি ক্ষমতার অপব্যবহার করে চলছে। এ প্রসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরী কমিশনের সচিব ৩১ অক্টোবর '৮১ তে এক চিঠিতে এ সংক্রান্ত বিষয়গুলো সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রারকে অবহিত করেন (সূত্র ঃ বিসক/সাঃ/১৭৭/৭৯-২৫৯৩। এছাড়া ১৫ অক্টোবর '৯২ তেও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পাঠানো এক চিঠিতে (সূত্র ঃ ৩০২-৫০০/ধারা ১-ক-৪) বলা হয় যে, সংগঠন ও সরঞ্জাম তালিকায় লোকবলের পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধনের জন্যে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন নিতে হবে। কিন্তু গত ১৮ বছরে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এসব নিয়ম-রীতির তোয়াক্কা করেনি।

উল্লেখিত অনিয়ম, অব্যবস্থার ধারাবাহিকতায় সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ১৯৭৭ সালের ১ জুলাই জাতীয় স্কেলে বেতন নির্ধারণের পর বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল কর্মচারিকে অতিরিক্ত ২টি করে ইনক্রিমেন্ট দেয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে কোনো সরকারি অনুমোদন ছিলো না। এছাড়া সরকারি অনুমোদন ছাড়াই বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত কমকর্তা বা কর্মচারিরা পাবলিক পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে কৃতকার্য হলে তাদেরকে পাশের তারিখেই ২টি ইনক্রিমেন্ট দেয়া হয়ে থাকে। একইভাবে উচ্চতর পদে নিয়োগ, পদোন্নতি, উচ্চতর গ্রেড ও সিলেকশন গ্রেডে অতিরিক্ত একটি ইনক্রিমেন্ট প্রদান করা হয়, যা সরকারি অধ্যাদেশ অনুযায়ী সম্পূর্ণ অবৈধ।

জানা গেছে, সরকারি 'বেতন স্কেল বৈষম্য দূরীকরণ আইন ৩২, ১৯৭৫' লংঘন করে '৯৩ এর ৭ আগস্টে অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেটের সভায় গৃহিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি পদের বেতন স্কেলের পরিবর্তন করা হয়েছে। গৃহিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৭৭ সালে ১ জুলাই থেকে এ পর্যন্ত নির্বাহী প্রকৌশলী, সহকারি প্রকৌশলী, সহকারি জনসংযোগ অফিসার, সেকশন অফিসার এবং সমমানের পদের স্কেল পরিবর্তন করা হয়েছে। ঢালাও ভাবে স্কেল পরিবর্তন না করার জন্যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্টারকে '৮১ সালের ৩১ অক্টোবর এক চিঠিতে নির্দেশ দেয় (সূত্রঃ ২৫৯৬ সংখ্যা)। কিন্তু কর্তৃপক্ষ এতে গা করেনি।

সূত্র আরো জানায়, সরকারি বিধান লংঘন করেই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের বার্ষিক বর্ধিত বেতনের তারিখ পরিবর্তনের সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু নিয়ম অনুযায়ী, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি একই স্কেলে এক বছর চাকরি শেষ করার পরের দিন থেকে বর্ধিত বেতন পাবেন।

এছাড়া পদোন্নতি ছাড়াই একই ব্যক্তিকে একাধিক উচ্চতর পদে ও উচ্চতর স্কেলে উন্নীত করার একাধিক অনিয়মতান্ত্রিক দৃষ্টান্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ রেখেছেন। সরকারি অনুমোদন ছাড়াই এসব সাংগঠনিক কাঠামো পরিবর্তন করা হয়েছে। এবিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে পাঠানো একটি আদেশ পত্রেও (সূত্র ৩০২/৪৫০০,১৫ অক্টোবর, '৯২ কর্তৃপক্ষকে স্পষ্ট নির্দেশ দেয়া হয়। কিন্তু যথারীতি এই অনিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থা চলছেই। যেমন, বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা অফিসারকে ২ হাজার ৩শ' থেকে ৪ হাজার ৪শ' ৮০ টাকার বেতন স্কেল হতে সিনিয়র শাখা অফিসার বা সহকারি রেজিস্টার পদে ৪ হাজার ১শ' ৬ হাজার ৫শ' টাকার স্কেলে উন্নীত করা হচ্ছে। কিন্তু লক্ষ্যনীয়, সিনিয়র শাখা অফিসারের কোনো পদ সাংগঠনিক কাঠামোতে নেই। একইভাবে প্রকৌশল বিভাগে নন টেকনিক্যাল কোনো অফিসারের পদ নেই, সবাই প্রকৌশলী। অথচ এ বিভাগের তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারিদের অফিসার পদে উন্নীত করা হয়েছে।

জানা গেছে, এ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতাধিক শিক্ষক, ৩শ' জন অফিসার ও অসংখ্য কর্মচারিকে (আপ গ্রেড) 'পদোন্নতি' দেয়া হয়েছে। ফলে প্রতিবছর সরকারের কোটি কোটি টাকা গচ্চা যাচ্ছে।